দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 AUG 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

141

ক্ষতিপূরণ চাই

আমরা ১৯৮৬ সনের স্নাতক সম্মান (সনাতন) পরীক্ষার্থী। ১৯৮৮'র শেষ প্রান্তে এসে কর্তৃপক্ষের অসীম দয়ায় পরীক্ষার হলে ঢুকতে পেরেছি। এই সৌভাগ্য (দুর্ভাগ্য) অর্জন করতে আমাদের উচ্ছল জীবন থেকে দুটি সোনালী বছরকে হত্যা করা হয়েছে।

পরীক্ষা শুরু হবে ২রা মে, ১৯৮৮, এই মর্মে প্রথমে ঘোষণা দেয়া হয়। পরে তা বাতিল করে ৩রা জুলাই, ১৯৮৮ ইং পুনঃ নির্ধারিত হয়। হঠাৎ করে ৩-৭-৮৮ তারিখের পরীক্ষা পিছিয়ে ১১-৯-৮৮ তারিখে নির্ধারিত হয় এবং অন্যান্য পত্র পূর্বের সিডিউল অনুযায়ী হবে বলে ঘোষণা করা হয়। তদনুযায়ী ১০-৭ ও ১৭-৭ তারিখের পরীক্ষা ঠিকই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারপর হতভাগ্য অর্থনীতি বিভাগের পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী ৩১/৭ ও ৭/৮ তারিখের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই দু'টি পরীক্ষা কবে হবে তা এখনো জানা যায়নি।

এইচ, এস, সি পরীক্ষার কারণেই নাকি ৩/৭ তারিখের পরীক্ষা পিছানো হয়। অথচ ৩ মাস আগে যখন তারা রুটিন তৈরী করেন তখন একটু কষ্ট করে এইচ, এস,সি পরীক্ষার রুটিন দেখলেই আমরা এভাবে ভুগতাম না। ৩১/৭ ও ৭/৮ তারিখের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় এ দু'টো পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। অথচ যে দু'টো পরীক্ষা (১০/৭ ও ১৭/৭) আমরা দিয়েছি তার প্রশ্নপত্র ছিল সাইক্লোষ্টাইল। অর্থাৎ সেগুলো ফাঁস হয়েছিল। এজন্য চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী কর্তৃপক্ষ নিজেদের দোষ ঢাকতে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করেছেন।

মাথা থেকে শুরু হয় মাছের পচন। সুতরাং মাথায় বসে লেজে কাটলে চলবে না। মাথায় বসতে হলে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্যতা আগে অর্জন করুন।

পরিশেষে, আমাদের হারিয়ে যাওয়া দু'টি বছর এবং মানসিক হয়রানির জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করছি।

অর্থনীতি বিভাগের সকল
পরীক্ষার্থীর পক্ষে
স্নিগ্ধা খান উত্তরা।

ঘোষিত তারিখে পরীক্ষা নেয়া হোক

সেশন জট নিরসনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ উপলক্ষে ১ম বর্ষ অনার্স কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ৩০শে আগষ্ট নির্ধারিত হয়। অধিকাংশ বিভাগের কোর্স এ মাসের ১ম সপ্তাহে শেষ হয় এবং ২/৩টি বিভাগের কোর্স এ মাসের ২য় সপ্তাহে শেষ হবে। সুতরাং নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা আপাততঃ নেই। আমরা ২/১ দিন ধরে লক্ষ্য করছি কিছুসংখ্যক ছাত্র পরীক্ষা পিছানোর চেষ্টা করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিকামী সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটা একটা বিরাট বাধা। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী। গত রমযান মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশন জট নিরসনের জন্য যে প্রশ্ন দিয়েছেন তা এক নজিরবিহীন ঘটনা। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ তারা যেন মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীর দাবীর প্রতি লক্ষ্য না করে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেন।

কতিপয় ছাত্র,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।১০০০